DEC - 1 2000

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষার্থীরা পুস্তক পাইবে কি?

৩০ নভেম্বরের মধ্যে ৮ কোটিরও অধিকসংখ্যক বই টেক্সট বুক বোর্ডকে সরবরাহ করিবার কথা ছিল দায়িত্বপ্রাপ্ত বেক্সিমকোর তিনটি মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের। অথচ গত রবিবার ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত তাহারা ছাপাইতে পারিয়াছে মাত্র ৪০ লাখ কপি বই। বোর্ডের গোডাউন হইতে যে পরিমাণ কাগজ পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণকারীরা উত্তোলন করিয়াছে, তাহাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, তাহারা নির্দিষ্ট তারিখে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বই সরবরাহ করিতে পারিবে না। বেক্সিমকো অবশ্য ইতিমধ্যে সময় বাড়াইবার আবেদন জানাইয়াছে। কিন্তু টেন্ডারের শর্ত ভঙ্গের জন্য বোর্ড কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা লইতে যাইতেছে বলিয়া সংবাদপত্রে খবর বাহির হইয়াছে। গত ২৬ নভেম্বর বোর্ডের পক্ষ হইতে এই মর্মে পৃথক তিনটি নোটিশ ঐ প্রতিষ্ঠানগুলিকে দেওয়া হইয়াছে। উল্লেখ্য, চলতি বৎসর এই বিপুলসংখ্যক পুস্তক মুদ্রণের ভার এককভাবে বেক্সিমকোর তিনটি প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হইয়াছে। ঢাকা মহানগরীর বহু মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠান ইহার বিরোধিতা করিয়াছিল। টেক্সট বুক বোর্ডের কর্মকর্তাগণ উহা উপেক্ষা করিয়া বেক্সিমকোকে কাজটি দেন। তখনই আশঙ্কা করা হইয়াছিল যে, এককভাবে বেক্সিমকোর পক্ষে এই অল্প সময়ে ৮ কোটি বই ছাপা ও বাঁধাই করিয়া দেওয়া সম্ভব নহে। উহা সত্ত্বেও একচোখা নীতি গ্রহণ করিয়া বোর্ড কর্তৃপক্ষ সেই আশঙ্কাকেই মূর্ত করিয়া তুলিয়াছে। ইহা এখন সুনিশ্চিত যে, ২০০১ সালের ১ জানুয়ারিতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা হাতে বই পাইবে না। ইহার ফলে শিক্ষাবর্ষের কোনও ক্ষতি হইবে না বটে, ক্ষতি হইবে কোমলমতি শিশু, কিশোর-কিশোরীদের। পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণকারীরা যে ঐ কোমলমতিদের হাতে পুস্তক নির্দিষ্ট সময়ে দিতে পারিবে না, তাহা আগেও আমরা এক দফা স্মরণ করাইয়াছিলাম। অনভিজ্ঞতা ও সময়ের স্বল্পতা যেমন ইহার জন্য দায়ী, তেমনই এককভাবে এই মুদ্রণ কর্ম করায়ত্ত করিবার ফলে মহানগরীর অধিকাংশ মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান নাখোশ হওয়ায় বেক্সিমকো ছাপা ও বাঁধাইয়ে পিছাইয়া পড়িয়াছে। দশের লাঠি যে একজনের জন্য বোঝা হইতে পারে, এই প্রবাদ বাক্যটি মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠান সম্যক উপলব্ধি করিতে পারে নাই। পারিলে সকল মুদ্রককে বঞ্চিত করিয়া এককভাবে কোটি কোটি টাকার মুদ্রণ কর্মের দায়িত্ব লইত না। তাহারা ২১টি প্রেসকে সাব-কন্ট্রাক্ট দিয়াও ছাপাইবার কাজ দ্রুত করিতে পারে নাই। অন্যদিকে মাধ্যমিক স্তরের ২ কোটি ৫০ লাখ কপির জায়গায় সোয়া ৭ লাখ বই ছাপানোর কাজ সম্পন্ন করিয়াছে মাত্র। গত বৎসর যেখানে ৫৯০টি প্রেসে চার মাসব্যাপী মুদ্রণের কাজ হইয়াছিল, সেখানে চলতি বৎসর ১২৯টি প্রেসে সেই কাজ এক মাসে কেমন করিয়া সম্ভব হইবে? টেক্সট বুক বোর্ড বলিয়াছে যে, বেক্সিমকো গুদাম হইতে কাগজই উত্তোলন করিতেছে না। আর বেক্সিমকোর দাবি হইল, বোর্ডের গুদামে সিকিউরিটি কাগজ নাই। এই দ্বিমুখী দাবি হইতে ইহাই মনে হইতেছে যে, রশি টানাটানির এই কর্ম চলিলে মূল সমস্যার সমাধান হইবে না। মাত্র ২৮ দিনে ৮ কোটিরও অধিক বই ছাপাইয়া ও বাঁধাই করিয়া বাজারজাত করিবার জন্য যে যান্ত্রিক ও লোকবল থাকিবার কথা, তাহা এককভাবে মুদ্রণকারীদের নাই। কিন্তু আরও একটি বিষয় উত্থাপন করিয়াছে মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠান। তাহা হইল, বোর্ড কর্তৃপক্ষ এখনও তাহাদের হাতে সকল পজেটিভ সরবরাহ করে নাই। ইহা ছাড়াও বইগুলিতে 'অসংখ্য ভুল' রহিয়াছে। সেই সকল ভুল সংশোধন করিতে সময় নষ্ট হইতেছে। ইহার ফলেও মুদ্রণ ব্যাহত হইতেছে। উত্থাপিত অভিযোগ যে অবহেলা করিবার জো নাই আমরা যা অভিজ্ঞতা হইতে নিশ্চিতভাবে বলিতে পারি।

ইহা সত্য যে, ৫৯০টি প্রেসের 'হক' মারিয়া বোর্ড কর্তৃপক্ষ বেক্সিমকোকে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের জন্য এককভাবে ওয়ার্ক অর্ডার দিয়াছে। এখন তাহারা ব্যর্থ হইতে যাইতেছে দেখিয়া 'ব্যবস্থা' গ্রহণ করিতে উদ্যত। অনুমিত হয় বোর্ড কর্তৃপক্ষের গাফিলতি, বাম হস্তের কারসাজি কিংবা রাজনৈতিক চাপে বেক্সিমকোকে কাজটি দেওয়া হইয়াছিল। সেই সময় এই কথা মনে রাখা উচিত ছিল যে, জাতির শিশু নাগরিকদের জিম্মি করিয়া রাখা যাইবে না। কিন্তু 'দুর্বৃত্তায়ন' যাহাদের চরিত্রের বিশেষ গুণ কিংবা দোষ, তাহারা যে দেশ ও জাতির কথায় মোটেই কর্ণপাত করিবে না, তাহা তো সকলেরই জানা। হয়তো ইহাই জানা যাইবে যে, বেক্সিমকো প্রত্যাশিত সময় পাইয়াছে। আর বইয়ের আশায় শিশু, কিশোর-কিশোরীরা খালি হাতেই স্কুলে যাতায়াত শুরু করিয়াছে। এই দৃশ্যের অবসান কবে হইবে, তাহা কেহ বলিতে পারে না।